



অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় উচ্চশিক্ষা

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শোয়াবত্বিন

সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সাংকে গর্জনা, বাংলাদেশ যাকে
সেহাজমান, জাতীয় গণ-কমিশন

বক্তব্য
মানুষ খুবিরূপে জন্মগ্রহণ থেকে বিচার ৪০ বছর বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে তা বরাবর সর্বজনস্বীকৃত এবং বাংলাদেশের প্রকৃতির। বিশেষ করে ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা স্থাপন হয়েছিল পর থেকে সামাজিক অগ্রগতির প্রবৃত্তি শক্তিশালী পথে চলিছে। সামাজিক ব্যয়বহুলভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা রয়েছে বিধি-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী হলে মান উন্নয়ন করে পথে। জাতিগত অগ্রগতিতে দারিদ্র্য নিরসন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি রয়েছে ২-৪ জন। বাংলাদেশের জাতিগত অগ্রগতির সামগ্রিক পরিমাপে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১০-১৪ অবধি হয়েছে ১২.৭% এবং গড় বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩.১%। এছাড়াও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উন্নয়ন সূচক হিসেবে গড় বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩.১% এবং গড় বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩.১%। এছাড়াও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উন্নয়ন সূচক হিসেবে গড় বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩.১% এবং গড় বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩.১%।

উচ্চশিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের শক্তিশালী
বর্তমান বিশ্বে ইচ্ছা সর্বজনস্বীকৃত যে উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা উন্নয়নের অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির মূল উৎস। সামাজিক উন্নয়নশীল বিশ্ব বিশ্বাসযোগ্য, আইনগত, ন্যায়বিচার, সমাজবাদ, ডিমপশন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সূত্র অর্থনৈতিক সৃষ্টি ঘটানোর সম্ভাব্যতা রয়েছে। ক্যা গুরুত্বপূর্ণ যে, সামাজিক পর্যায়ে শিক্ষার বার উন্নয়নের প্রচেষ্টা এখন যত বেশি চর্চা করা হবে, উচ্চশিক্ষার বার প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং জাতিক শক্তি হবে, ফলে যখন উচ্চশিক্ষা অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির উৎস। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি সম্ভব অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রদান করা। অর্থের বিতরণ ও কর্মের প্রবেশ রয়েছে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উৎস। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উৎস।

উচ্চশিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের শক্তিশালী
উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি সম্ভব অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রদান করা। অর্থের বিতরণ ও কর্মের প্রবেশ রয়েছে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উৎস। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি সম্ভব অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রদান করা। অর্থের বিতরণ ও কর্মের প্রবেশ রয়েছে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উৎস।

উচ্চশিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের শক্তিশালী
উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি সম্ভব অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রদান করা। অর্থের বিতরণ ও কর্মের প্রবেশ রয়েছে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উৎস। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি সম্ভব অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রদান করা। অর্থের বিতরণ ও কর্মের প্রবেশ রয়েছে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উৎস।

বর্তমানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি
বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি একধরনের উন্নয়ন। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উৎস। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি সম্ভব অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রদান করা। অর্থের বিতরণ ও কর্মের প্রবেশ রয়েছে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উৎস।

উচ্চশিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের শক্তিশালী
উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি সম্ভব অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রদান করা। অর্থের বিতরণ ও কর্মের প্রবেশ রয়েছে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উৎস। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি সম্ভব অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রদান করা। অর্থের বিতরণ ও কর্মের প্রবেশ রয়েছে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উৎস।

উচ্চশিক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের শক্তিশালী
উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি সম্ভব অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রদান করা। অর্থের বিতরণ ও কর্মের প্রবেশ রয়েছে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উৎস। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি সম্ভব অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রদান করা। অর্থের বিতরণ ও কর্মের প্রবেশ রয়েছে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের উৎস।